সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পোষ্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ।

১) **পশ্চাৎপট** :- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১৫ পয়েন্ট তালিকা ২০০৬ সালের জুন মাসে ঘোষিত হয় । এতে বলা হয়েছিল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রদের পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হবে ।

২) **উদ্দেশ্য** :- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দূর্বল অংশের অন্তর্গত মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান করা, যাতে করে তাদের উচ্চশিক্ষাতে আরও সুযোগ এনে দেওয়া, উচ্চশিক্ষায় তাদের সাফল্য ধরে রাখা এবং চাকরীক্ষেত্রে সুযোগ ত্বরান্বিত করা ।

৩) **পরিধি (স্কোপ)** :- ভারতের যে কোনো সরকারী অথবা বেসরকারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবাসিক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছভাবে যে সমস্ত সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করবে সেখানে পড়াশুনার জন্য এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । এর মধ্যে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং NCVT অনুমোদিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট / ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারে টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল কোর্সে XI ও XII স্তরে পাঠরত শিক্ষার্থীরাও অর্ন্তভুক্ত ।

৪) **যোগ্যতামান** :- যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল্য গ্রেড লাভ করেছে এবং সমস্ত উৎস হতে পিতামাতা / অভিভাবকের বার্ষিক আয় ২.০ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক নয়, তারাই যোগ্য ।

৫) **বিতরণ** :- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, ১৯৯২ এর ২ (C) ধারা অনুযায়ী মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং জোরাসট্রিয়ান (পার্সী) ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০০১ সালের সেন্সাস অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নিরিখে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে ।

৬) **ছাত্রীদের জন্য চিহ্নিতকরণ** :- ৩০ শতাংশ স্কলারশিপ ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত আছে । যদি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী না পাওয়া যায়, তাহলে অবশিষ্ট চিহ্নিতকৃত স্কলারশিপ যোগ্য ছাত্রদের দেওয়া হবে ।

৭) **নির্বাচন প্রক্রিয়া** :- তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের স্কলারশিপের থেকে ব্যতিক্রম হলো এই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য স্কলারশিপ নির্দিষ্ট ও সীমিত । পুরাতন সমস্ত আবেদন শেষ হওয়ার পরে নূতন আবেদন বিবেচনা করা হবে ।

৮) **সময়কাল** :- সমগ্র কোর্সটির জন্য স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । একটি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ১০ মাসের জন্য মেইনটিন্যান্স অ্যালাউয়েন্স দেওয়া হবে ।

৯) **স্কলারশিপের হার** :- ভর্ত্তি / টিউশন ফি-এর জন্য প্রকৃত খরচের পরিমানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে । নিম্নলিখিত ছক অনুসারে সর্ব্বোচ্চ পরিমান মেইনটেনান্স অ্যালাউয়েন্স প্রদান করা হবে ।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	হোস্টেলার	ডে - স্কলার
১)	(XI) ও (XII) এর ভর্ত্তি ও টিউশন ফি	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ৭,০০০ টাকা	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ৭,০০০ টাকা
২)	টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল কোর্সের (XI) ও (XII) শ্রেণীর জন্য ভর্ত্তি ও কোর্স / টিউশন ফি (ফি / কাঁচামাল কেনার খরচ প্রভৃতি)	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ১০,০০০ টাকা	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ১০,০০০ টাকা
৩)	স্নাতক / স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য ভর্ত্তি / টিউশন ফি	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ৩,০০০ টাকা	প্রকৃত অথবা সর্ব্বোচ্চ সীমা বার্ষিক ৩,০০০ টাকা
৪)	একটি আর্থিক বর্ষে মাত্র ১০ মাসের জন্য মেইনটেন্যান্স অ্যালাউয়েন্স (পাঠ সামগ্রী কেনার খরচ সহ)		
	i) টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল কোর্স সহ সমস্ত কোর্সের (XI) ও (XII) শ্রেণীতে পাঠরত ।	মাসিক ৩৮০ টাকা	মাসিক ২৩০ টাকা
	ii) টেকনিক্যাল ও পেশাদারী কোর্স ব্যতীত অন্য কোর্সের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত	মাসিক ৫৭০ টাকা	মাসিক ৩০০ টাকা
	iii) এম. ফিল এবং পি. এইচ. ডি (বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো সংস্থা থেকে যে সমস্ত গবেষকের বৃত্তি প্রদান করা হয় না ।	মাসিক ১২০০ টাকা	মাসিক ৫০০ টাকা

যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী স্কুল / শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে থাকে না , কিন্তু পিতামাতার বাসস্থান ব্যতিরেকে অন্য কোনো শহরের পেয়িং গেষ্ট হিসাবে বা ভাড়া বাড়ীতে থাকে, তাদেরকে হোস্টেলার হিসাবে গণ্য করা হয় ।

১০) **কার্য্যকরী সংস্থা** :- এই প্রকল্পটি রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্য্যকরী হবে ।

১১) **স্কলারশিপ পাওয়ার শর্তাবলী** :-

i) যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ বা তার বেশী নম্বর অথবা সমতূল্য গ্রেড অর্জন করেছে এবং যাদের পিতামাতা / অভিভাবকের সমস্ত উৎস থেকে বার্ষিক আয় ২.০ লক্ষের অধিক নয় তাদের এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । তফশীলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের থেকে ব্যতিক্রম হল এই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য স্কলারশিপ সীমিত । সেজন্য স্কলারশিপ নির্বাচনের জন্য নীতি নির্ধারন করা হয়েছে । দারিদ্র সীমার নীচের (BPL) পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীদের কম আয় থেকে শুরু করে আরোহী ক্রমানুসারে স্কলারশিপ প্রাপক নির্বাচন করা হবে । রিনূয়ালের নূতন আবেদনপত্র বিবেচনা করার আগে পুরাতন সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করতে হবে ।

ii) যদি কোনো শিক্ষার্থী বিগত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর অথবা সমতূল্য গ্রেড অর্জন করতে অসমর্থ হন, তাহলে এই স্কলারশিপ বন্ধ করা হবে । যদি কোনো সার্টিফিকেট / ডিগ্রী / এম. ফিল / ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করতে স্বাভাবিকের থেকে বেশী সময় নেয় তাহলে আর স্কলারশিপ প্রদান করা হবে না ।

iii) একটি পরিবারের দুইজনের অধিক ছাত্র / ছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে না ।

iv) বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মাপকাঠি অনুসারে শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে ।

v) চরম ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কোর্সের মাঝখানে শিক্ষার্থীর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন গৃহীত হবে না ।

vi) যদি কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাভঙ্গ করে এবং স্কলারশিপের অন্যান্য শর্ত ও নিয়মলঙ্ঘন করে, তাহলে স্কলারশিপ বাতিল করা হবে । স্কলারশিপ প্রকল্পের নিয়ম লঙ্ঘন করলে রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সরাসরি স্কলারশিপ বাতিল করতে পারবে ।

vii) যদি দেখা যায়, কোনো ছাত্র অসত্য বিবৃতি দিয়ে স্কলারশিপ গ্রহন করে, তাহলে রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবলে স্কলারশিপ বন্ধ করে দিতে পারে অথবা যে পরিমান স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে ।

viii) কোর্স ফি / টিউশন ফি এবং মেইনটেনান্স অ্যালাউয়েন্স সরাসরি ছাত্র/ছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হবে ।

ix) রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত অর্থের জন্য পৃথক হিসাব ও রেকর্ড রাখতে হবে এবং হিসাবটি মন্ত্রকের আধিকারিক অথবা মন্ত্রক কর্তৃক নির্বাচিত কোনো সংস্থা দিয়ে পরিদর্শন করাতে হবে ।

x) এই স্কলাপশিপ স্কীমে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে তারা রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য হবে না ।

xi) রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ স্কলারশিপ প্রদানকারী দপ্তরগুলিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে, যে কমিটি নিশ্চিত করবে যে, যে সমস্ত শিক্ষার্থী একদিকে সংখ্যালঘু - আবার অন্যদিকে (SC / ST / OBC) তালিকাভুক্ত, তারা যেন একই উদ্দেশ্যে একাধিক উৎস থেকে স্কলারশিপ না পায় ।

xii) বিগত বৎসরের স্কলারশিপ প্রদানের ফান্ডের সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাওয়ার পরে পরবর্তী বৎসরের স্কলারশিপ প্রদানের জন্য ফান্ড প্রদান করা হবে ।

xiii) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অথবা মন্ত্রক কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এই প্রকল্পের মূল্যায়ন করবে এবং এই প্রকল্পের শর্তানুসারে এই মূল্যায়নের খরচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বহন করবে ।

xiv) রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে সংখ্যাগত ও আর্থিক কৃতিত্বের বিশদ বিবরণী প্রকাশ করবে ।

xv) ভারত সরকার যে কোনো সময় ক্ষমতানুসারে ও নিজের বিচার বিবেচনায় বিধিগুলি পরিবর্তন করতে পারে।

xvi) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরন এবং স্ক্রুটিনীর দায়িত্বে থাকবে এবং যোগ্য ছাত্রদের স্কলারশিপের জন্য প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে ।

১২) **প্রশাসনিক খরচ** :- যেহেতু বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকল্পটি চলছে, ডাটা এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণের বহর বিশাল হওয়ার জন্য শুরু থেকেই শিক্ষিত, দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে করে ডাটা নির্ভর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি কার্য্যকর থাকে । এই প্রকল্পের জন্য রচিত কম্পিউটার কার্যকরী করা, ডাটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষন, নিরীক্ষন, উদ্ধার করা, স্থানান্তরন প্রভৃতি কাজের জন্য শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী প্রয়োজন অনুসারে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করা যেতে পারে । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত ডাটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে আসবে, সেগুলি চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত একই রকমের দক্ষ কর্মী দ্বারা রাখা হবে ও পরিচালিত হবে ।

সমগ্র ব্যয়বরাদ্দের অনধিক ২ শতাংশ প্রশাসনিক খরচ এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন - কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, অফিসের আসবাবপত্র, বিজ্ঞাপন, কর্মী নিয়োগ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট করা আছে । এই বরাদ্দকৃত অর্থ সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান / সংস্থা এবং রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পটির পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্যও ব্যয় করা যেতে পারে ।

১৩) **স্কলারশি-পর পুনর্নবীকরণ (রিন্যুয়াল)** :- স্কলারশিপ একবার মঞ্জুর হলে, শেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, এই শংসাপত্র জমা দিলে পরবর্তী শিক্ষাব-র্ষ স্কলারশিপ পুনর্নবীকরণ করা হ-ব ।

১৪) **প্রকল্পটি সম্প-র্ক -ঘাষণা** :- সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথেষ্ট আগেই স্থানীয় ভাষার দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য উপযুক্ত প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে প্রকল্পটি সম্প-র্ক -ঘাষণা করা হ-ব ।

১৫) **আর্থিক বরাদ্দের নমুনা** :- কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-ক প্রদান কর-ব ।

১৬) **মনিটরিং ও স্বচ্ছতা** :- রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, যারা প্রকল্পটি কার্য্যকরী করে, তারা নিজ রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলস্তরে প্রকল্পের সংখ্যাগত ও আর্থিক সাফল্য মনিটর করবে । এই উদ্দেশ্যে একটি আই. টি. সক্ষমতাযুক্ত মনিটরিং প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে সংখ্যাগত ও আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিকটে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পেশ করতে হবে । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রতি বৎসর স্কলারশিপ প্রাপকের তালিকা নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ তৈরী কর-ব । -যমন - বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বা বেসরকারী, শ্রেণী, লিঙ্গ এবং নূতন অথবা রিন্যূয়াল । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অফিসের ওয়েবসাইটে সংখ্যাগত ও আর্থিক বিশদ বিবরণী প্রকাশ কর-ব ।

১৭) **মূল্যায়ন** :- আর্থিক ও সংখ্যাতত্ত্বের নিরি-খ মনিটরিং এবং মূল্যায়ন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান / সংস্থা-ক নি-য়াগ ক-র দায়িত্ব অর্পণ কর-ব ।

১৮) **আ-বদন করার পদ্ধতি** :-

(i) প্রকল্পটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ -পার্টাল (NSP) -এর মাধ্যমে কার্য্যকরী হয় । প্রতিটি ছাত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রকের ও-য়বসাইট যথা - (www.scholarships.gov.in) মাধ্য-ম অনলাইন আ-বদন কর-ত হ-ব ।

(ii) -কা-না স্ক্যানড ডকু-মন্ট আপ-লাড করার দরকার নাই । শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন অনলাইন আ-বদ-নর প্রিন্ট ওআউট তার সাথে নিম্নোক্ত ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে ।

(a) পারিবারিক আয়ের প্রমানপত্র (প্রধান / কাউন্সিলার / এম. এল. এ / গেজেটেড অফিসার বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত)

(b) ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ের জেরক্স কপি

মহামান্য সুপ্রীম -কা-র্টর আ-দশাব-ল আধার কার্ড জমা -দওয়ার বাধ্যাতামূলক শর্ত মূলতুবি করা হ-য়-ছ ।